শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের

17-3-34

চাঁদ সদাগর

ভূমিকালিপি।

চাঁদ-সদাগর	... ...	অহীন্দ্র চৌধুরী
সায় সদাগর	... ...	অতুল কৃষ্ণ গাঙ্গুলী
লখিন্দর	... ...	ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
আস্তিক	... ...	পুষ্কর বাগ্‌চি
ধন্বন্তরী	... ...	ননী গোপাল মল্লিক
নেড়া	... ...	নরেশ চন্দ্র ঘোষ
দুর্য্যোধন	... ...	সত্যেন্দ্র ভদ্র
কালু সর্দ্দার	... ...	জহরলাল গাঙ্গুলী
ধনা	... ...	কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
মনা	... ...	সন্তোষ কুমার দাস
বৈতালিক	...	সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী (অন্ধগায়ক)
ভিক্ষুক	... ...	অহি সান্যাল
মনসা	... ...	দেববালা
নেতা	... ...	নীহারবালা
সনকা	... ...	পদ্মাবতী
অমলা	... ...	ঊষারাণী
বেহুলা	... ...	শেফালিকা (পুতুল)
সুনন্দা	... ...	সুহাসিনী
ছলনা	... ...	নিহারবালা (ছোট)
পালা গায়িকা	... ...	ইন্দুবালা

চাঁদ-সদাগর

গল্পাংশ

এক সময় মনসা দেবী মর্ত্ত্যে পূজা পাবার আশায় তার পুত্র আস্তিককে চম্পকনগরে চাঁদ-সদাগরের কাছে পাঠিয়ে নাগ নাগিনীদের নিয়ে কালীদহের তীরে অবস্থান কচ্ছিলেন।

যখন নাগ নাগিনীগণ জলক্রীড়ায় মগ্ন ছিল, মনসা তখন একটী ফুলদোলায় নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছিলেন, তাঁহার সহচরী নেতা তন্দ্রায় অভিভূত হ'য়েছিলেন। এমন সময় আস্তিকের সাড়া পেয়ে নেতা মনসাকে জাগালেন, মনসা বল্‌লেন, "চাঁদ পূজা করেছে"? আস্তিক বল্‌লে "পূজার পরিবর্ত্তে পদাঘাত ক'রেছে এবং সর্পকূল ধ্বংস করবার জন্য সসৈন্যে আসছে, আমিও ওদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ব," নেতা তখন বাধা দিয়ে ব'ল্লে—"চাঁদের মহাজ্ঞান মণি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ যুদ্ধে জয় অসম্ভব, শীগ্‌গির সাপদের কালীদহের অতল তলে পাঠাও"; এমন সময় চাঁদের ভেরী বেজে উঠল! নাগ নাগিনীগণ চঞ্চল হ'য়ে পলায়ন কর্‌ল। মনসা তখন ক্রোধে ও ক্ষোভে বল্‌লেন, "চাঁদের ঐ মহাজ্ঞান মণি হরণ কর্‌তে হবে।" এই ব'লে নাগিনী ছলনাকে ডেকে ব'ল্‌লেন, "চাঁদের ঐ মহাজ্ঞান মণি হরণ কর।"

এদিকে চাঁদ সৈন্য সামন্ত নিয়ে সর্পরাজ্য জয় ক'রতে এসে ছলনার মায়ায় ভুলে তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ মহাজ্ঞান মণিটী হারালেন।

চাঁদ-সদাগর সর্প রাজ্য জয় ক'রে আসছেন ব'লে চম্পক-নগরের শিবমন্দিরে মহা উৎসবের ধূম প'ড়ে গেছে, সেদিন নাগপঞ্চমী, চাঁদের পত্নী সনকা গর্ভস্থ্য সন্তানের কল্যাণে খুব গোপনে মনসা পূজা কচ্ছিলেন। তাঁর প্রিয় পরিচারিকা সুনন্দা এসে সংবাদ দিলে যে মহারাজ ফিরে এসেছেন, তখন সনকা কোন উপায় না দেখে বিগ্রহের পেছনে ঘট লুকিয়ে রাখলেন।

চাঁদ-সদাগরের প্রধান সহায় ছিলেন ধন্বন্তরী, যাঁর চিকিৎসার গুণে রাজ্যে সর্পদংশনের ভয় থাকত না,—তাকে বিনাশ করবার জন্য নেতা গোয়ালিনী বেশে একটী দয়ের ভাঁড়ে সাপ লুকিয়ে রেখে ধন্বন্তরীকে উপহার দেয়, পিপাসার্ত্ত হ'য়ে সেই দই পান কর্‌তে গিয়ে সর্পদংশনে আহত হন, অন্য উপায় না দেখে ধনা, মনার কাঁধে ভর দিয়ে মহাজ্ঞান পরশ আশায় চাঁদের পুরীতে এলেন কিন্তু এসে শুনলেন মনসার ছলনায় তিনি মহাজ্ঞান মণিটী হারিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে ধন্বন্তরী মারা পড়লেন।

চাঁদ তখন তাঁর সেনাপতি দুর্য্যোধনকে আদেশ দিলেন রাজ্যে ঘোষণা ক'রে দাও, "যে মনসা পূজা করবে তার প্রাণদণ্ড হবে"। এই কথা শুনে সনকা বল্লেন, "ও আদেশ প্রচার ক'রোনা আমার গর্ভের সন্তানের অকল্যাণ হবে।" চাঁদ তখন বল্‌লে, "বটে! বেশ আমি আমার বিগ্রহ নিয়ে পুরী ত্যাগ

করব,” কিন্তু বিগ্রহের তলে মনসার ঘট দেখে একেবারে ক্ষিপ্ত হ’য়ে উঠলেন, তাড়াতাড়ি ঘটটী তুলে নিয়ে সকলের সামনে চূর্ণ বিচূর্ণ করে পদ্মার ফুল পদ্ম পদদলিত করতে লাগলেন—পুনরায় সেনাপতিকে ডেকে বল্লেন, “চ্যাংমুড়িকানির এমনি পূজা প্রচার কর্ব্বার জন্য আমি বাণিজ্যে যাব তার আয়োজন ক’রে দাও।”

চাঁদ-সদাগর বাণিজ্যের যাবার পর শিশু লখিন্দর মায়ের স্নেহে ও সুনন্দার পরিচর্য্যায় দিনে দিনে শশীকলার মত বৃদ্ধি পেতে লাগলো,—ওদিকে চাঁদ মনসার সঙ্গে দ্বন্দে সপ্তডিঙ্গা মধুকর হারিয়ে সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে এক বন্দরে গিয়ে মালবাহী হ’য়ে জীবিকা উপার্জ্জন করতে লাগল।

বালক লখিন্দর দুর্য্যোধনের অস্ত্র শিক্ষায় ও ভৃত্য নেড়ার কাছে পিতার শিবভক্তির কথা শুনে পরম শিবভক্ত হ’য়ে উঠল! এইরূপে দীর্ঘ বিশ বৎসর অতীত হ’য়ে গেল।

চম্পক নগরে চাঁদ-সদাগর শিবরাত্রে এক প্রকাণ্ড মেলার প্রতিষ্ঠা ক’রেছিলেন, প্রতি বৎসর শিবরাত্রে এই মেলা বস্‌ত, সেবার চাঁদের বন্ধু লিছনিনগরের সায়সদাগর, তাঁর পত্নী অমলা ও কন্যা বেহুলা এই মেলা দেখতে এলেন। লখিন্দর অভ্যর্থনা ক’রতে গিয়ে বেহুলাকে দেখে মুগ্ধ হ’লেন।

এদিকে চাঁদ-সদাগর ভিখারী বেশে তারই প্রতিষ্ঠিত শিবরাত্রির মেলা দেখ্‌তে বিশ বৎসর পর উন্মাদের মত ফিরে এলেন—কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে কেউ তাঁকে চিন্‌তে পার্‌লো না।

মন্দিরের একাংশে বেহুলা ও সখীগণ পরিবেষ্টিত হ'য়ে রাজকুমার লখিন দরিদ্র বিদায় কচ্ছিলেন, চাঁদ অতি আগ্রহে রাজ কুমারের কাছে গিয়ে বেহুলার পদ্মফুল দেখে ঘৃণায় ফুলটীকে মাটীতে ফেলে দিয়ে ছ'পায় মাড়াতে লাগ্‌লেন তা দেখে নেড়া বুঝতে পাল্লে ইনিই চাঁদ-সদাগর ! সে ধীরে ধীরে চাঁদের ত্রিশূলটী তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন, চাঁদ পরম তৃপ্তিতে ত্রিশূলটী বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বহুদিন পর চাঁদ-সদাগর নিজ পরিবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিবাহ স্থির ক'রে ফেল্‌লেন। এক গণৎকার গণনা করে ব'লেছিল যে বিবাহ রাত্রে পাত্রের সর্প-দংশনে মৃত্যুযোগ, সেইজন্য সাঁতালি পর্ব্বতে এক লৌহ বাসর প্রস্তুত ক'রে চাঁদ পুত্রের বিবাহ দিলেন।

যথা সময়ে বর-কন্যা বাসরে গমন কর্‌লেন, চাঁদ নিজে সজাগ প্রহরী হ'য়ে পাহারা দিতে লাগ্‌লেন।

বিধির বিধান ! মনসা ও নেতা অত্যদ্ভুত দৈবশক্তি দিয়ে সকলকে ঘুম পাড়াতে লাগ্‌লেন। বাসর মধ্যে লখিন বেহুলা ঘুমুচ্ছে, বাইরে চাঁদ ঘুমকে জয় করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কচ্ছেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হওয়ায় কালঘুম তাঁকে আচ্ছন্ন কর্‌ল।

তখন কাল নাগিনী বাসরে প্রবেশ ক'রে লখিনের মাথায় আঘাত কর্‌লে লখিন কাতর হ'য়ে বেহুলাকে ডাক্‌লে, বেহুলা দেখ্‌লে একটী সাপ দংশন ক'রে পালাচ্ছে, সে তখন কাজলনতা

দিয়ে সাপটীকে মেরে ফেল্লে—লখিনের দেহ ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হ'য়ে এলো।

বেহুলা বাইরে এসে চাঁদ-সদাগরকে ডাকলে, চাঁদ দেখলেন, —তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে—চাঁদ তখন দৃঢ়স্বরে বেহুলাকে বল্‌লেন,—"মা একে পুনর্জ্জীবন দিয়ে ফিরিয়ে আনতে পার্‌বি ?" বেহুলা আবেগকণ্ঠে বল্লে, "যদি সাবিত্রী সত্যবানের কথা সত্য হয় তাহ'লে আমি নিশ্চয় পারব।" এঁই কথা শুনে চাঁদের হৃদয় উল্লাসে নেচে উঠ্‌ল। চাঁদ তখন একটী ভেলা প্রস্তুত ক'রে দিলেন।

বেহুলা সমস্ত মায়া মমতা ত্যাগ ক'রে মৃত স্বামী-দেহ ভেলার উপর রেখে অকুল সমুদ্রে ভেসে চল্‌লো,—এইরূপে ছয় মাস হ'তে চল্‌লো বেহুলা সেই গলিত মাংসাবৃত কঙ্কাল নিয়ে—দিন নেই—রাত্রি নেই—তাহার সেই—নিদ্রা নেই, চলেছে—তা দেখে নেতার দয়া হ'ল ; নেতা বেহুলাকে অপরূপ নর্ত্তকী সাজে স্বর্গে নিয়ে গেল ; দেবতারা বেহুলার অপরূপ নৃত্যগীতে সন্তুষ্ট হ'লেন কিন্তু কেউ লখিণের প্রাণ ভিক্ষা দিতে রাজি হ'লেন না,—তখন মনসা এসে বল্‌লেন, "বেহুলা তুমি চাঁদ সদাগরকে একবার গিয়ে বল আমার পূজা ক'রতে, যদি সে পূজা করে তাহ'লে তোমার স্বামী বাঁচবে," এইব'লে মনসা বেহুলাকে মর্ত্তে যেতে বল্লে।

চাঁদ বেহুলার অপেক্ষায় ছয় মাস কাটালেন। নেড়া, লখিনের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা ক'রে চাঁদকে এসে বল্‌লে প্রভু ছমাস

হ'য়ে গেল তারা এলনা, চলুন লখিনের শ্রাদ্ধ কর্ব্বেন চলুন। তখন চাঁদ নিরূপায় হ'য়ে তাদের আশা ত্যাগ কর্‌লেন, সনকা শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে আর একবার মনসা পূজার অনুরোধ কর্‌লেন কিন্তু চাঁদ অচল অটল!

চাঁদ শ্রাদ্ধ কর্‌তে যাবেন এমন সময় দূরে বেহুলার কণ্ঠস্বর তাঁর কাণে এলো, তিনি তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ ক'রে এসে দেখেন যে কঙ্কাল হাতে ডোমনী বেশে বেহুলা ফিরে এসেছে, চাঁদ তখন বল্‌লেন, "তাঁকে ফিরিয়ে আনতে পাল্লিনি মা?" বেহুলা বল্লে, "যদি একটিবার তুমি মনসার পূজা কর তাহ'লে তাঁকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারি।" একে একে সকলেই চাঁদকে মনসা পূজা কর্‌বার জন্য অনুরোধ কর্‌লে কিন্তু চাঁদ কিছুতেই সম্মত নন। তখন বেহুলা চাঁদকে বল্‌লে, "বিধাতা আমায় বিধবা করেন্‌নি বাবা বিধবা কল্লে তুমি"—এই কথা শুনে চাঁদের মন ভেঙে গেল; চাঁদ বল্‌লেন, "যে হাতে আমার ইষ্ট দেবের পূজা করেছি কেমন ক'রে সেই হাতে অন্য দেবতার পূজা কর্ব্ব?"

তখন মনসা আবির্ভূতা হ'য়ে বল্‌লেন, "বাম হাতেই আমায় পূজা দাও চাঁদ, তাতেই আমি প্রীতা হব।" তখন চাঁদ বাম হস্তে একটী পদ্ম নিয়ে মনসার পায়ে দিলেন। দেখতে দেখতে কঙ্কাল পদ্মে পরিণত হ'ল, পদ্ম হ'তে লখিন পুনর্জ্জীবন লাভ কর্‌লেন।

চাঁদ-সদাগরের গান

১নং গান।

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্ব মূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দ মূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে তপোযোগ গম্য
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞান গম্য
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে
ত্বদেণ্যো বরেণ্যো ন মাণ্যো ন গণ্যঃ ॥

২নং গান।

(পুরবাসিনীদের গান)

বাজাও শঙ্খ উলু দাও বধু মঙ্গল গান গাও।
বৈরী বিনাশী বিজয়ী বীরে আদরে বরিয়া নাও ॥

—শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়।

৩নং গান।

(সুনন্দার গান)

ঘুমায় যাহু ঘুম যায়রে চাঁদ চ'লে যায় সাগর পার,
কেয়ার কাঁটায় পড়লো বাঁধা রূপনগরের রাজকুমার।

ঘুমায় যাদু ঘুম যায়রে ঘুম সায়রের নীলকমল ;—
মেঘের কালোয় পরছে কে ওই—রাজকুমারীর টীপ কাজল।
ময়ুরপঙ্খী ডিঙ্গায় কে যায় ময়ুর তারে ডাক্‌ছে কেকায়।
আহ্বানে তার বাজলো দেয়ার
মেঘের মৃদং অশ্রুসজল,—ঘুম সায়রের নীলকমল ॥
—শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪নং গান।

(বৈতালিকের গান)

বৃথা মন্দিরে জ্বলে ধূপ-দ্বীপ দেবতা বিহনে শূন্য সবি !
হোমানলে আজি বৃথাই ঢালিস্ তোদের প্রাণের যজ্ঞ হবি।
চন্দনে মিছে সাজালি দেবতা,
সে পাষাণ আজি শুনিবেনা কথা,
এ ভাঙ্গা পরাণ লইয়া এবার কার পদতলে স্মরণ লবি ॥
—অখিল নিয়োগী।

৫নং গান।

(উদাসীর গান)

(ও মন) বুঝলি কি তা বল্—
তোর ভালের লেখা বল্‌তে নারী কখন আস্‌বে চোখে জল !
রাজা যে সে হয় ভিখারী সবই ভাগ্যফল
বুঝিল কি তা বল্।

(ও মন) দেশ বিদেশে ঘুরে ফিরে ফল্‌লো কি তোর ফল !
সুদিন কুদিন ছাড়্‌বে না রে—
(এখন) ঘরে ফিরে চল্‌

—কটু রায়।

৬নং গান।

(সতী পালার গান)

একি বেশে ফির্‌লি দেশে,
কোথায় রে তোর সোণার বরণ !
আপন ঘরে পরদেশী তুই অঙ্গে যে তোর নাই আভরণ।
কে জানে গো কিসের লাগি,
রতন ছেড়ে তুই বিরাগী,
কেউ তো তোরে চিনবে নাকো দেখে রে তোর মলিন বসন ॥

—অখিল নিয়োগী।

৭নং গান।

(সখীদের গান)

তোরে আজ স্নান করাবো পুণ্য জলে,
সাঁঝে তোর পরাণ প্রিয় আসবে ব'লে।

সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে,
সে তোরে ডাক্‌বে প্রিয়ে,
কাজলে তাইতো আঁখি সাজাই ছলে।
সরমে বদনখানি,
ঢেকে দে ঘোমটা টানি,
সাথী আজ পড়্‌বে বাঁধা ঐ আঁচলে।

—অখিল নিয়োগী।

৮নং গান।

(নেতার গান)

নদী যায় ব'হে যায় যায় গো,
কাঁপে কাতর নীর তার অতলপুরে।
যেন মনে হয় হায় হায় গো কাঁদে
গুমরি দুঃখে কেবা অসীম দূরে।
একি তারি বুক ভাসা চোখের বারি,
একি তারি দুখনাশা শোকের ঝারি।
আসে চলিয়া চলিয়া ব্যথা উছলিয়া,
একি নয়নধারা সারা ভুবন ঘুরে॥

—নরেন্দ্র দেব।

৯নং গান।

(বেহুলার গান)

(আমার) প্রিয় হে প্রিয় চির হে চির,
তোমায় স্মরি হে স্মরণীয়।
(আজি) মুগ্ধ হৃদি কুঞ্জ ওগো নিবিড় অনুরাগে।
আমার বিরহ ব্যাকুল আকুল গানে.
আত্মহারা অধীর প্রাণে
দাঁড়াবে পুনঃ মূর্ত্তি ধরি মোর স্বপনের আগে,
আনন্দ আজ অঙ্গে যে তাই রঙ্গে যে গো জাগে॥

—নরেন্দ্র দেব।

১০নং গান।

(বেহুলার গান)

আমার ব্যজনীর ওঠে সুশীতল বায়,
পুত্রশোক যে পুত্রশোক দূরে চলে যায়।

—নরেন্দ্র দেব।

KALIKA PRESS LTD.